দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

২৭

155

তিন দিন সভা মিছিল নিষিদ্ধ ঃ তদন্ত কমিটি

ভার্সিটিতে ২ অনুষদে ব্যাপক সংঘর্ষ ভাঙচুর ।। গুলি টিয়ারগ্যাস ঃ আহত ৩

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ক্লাসরুমের দখল নিয়ে ঘটনার শুরু। দু'দল ছাত্রের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে হাতাহাতি, লাঠালাঠি, চূড়ান্ত পর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্রের আমদানী। অর্থনীতি বিভাগ ও ফাইন্যান্স বিভাগের ছাত্রদের মারামারি শেষ পর্যন্ত বাণিজ্য অনুষদ এবং কলা–সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মধ্যে সর্বাত্মক সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে ছুঁড়তে হয় টিয়ারগ্যাস ও রাবার বুলেট। দুই ঘন্টা ধরে পুরো কলাভবন এলাকা জুড়ে লংকাকান্ড। সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংঘর্ষে আহত হয়েছে তিনজন ছাত্র। পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছুঁড়েছে ৩০ রাউন্ডেরও বেশী। কলাভবন এবং নীপাভবনের অসংখ্য ক্লাসরুম ও শিক্ষকদের রুম ভাংচুর ও তছনছ করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ টাকার উপরে হবে বলে কর্তৃপক্ষ অনুমান করছেন।

ঘটনার জন্য দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। পরিস্থিতির যাতে আর অবনতি না ঘটে সে জন্যে কলা ও বাণিজ্য ভবন এলাকায় আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন সভা–সমাবেশ–মিছিল না করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদন জানিয়েছেন।

(আটের পাতায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটিতে ২ অনুষদে ব্যাপক সংঘর্ষ ভাঙচুর ।। গুলি টিয়ারগ্যাস ঃ আহত ৩

(প্রথম পাতার পর)

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের ভাষ্য অনুযায়ী লেকচার থিয়েটারের দোতলায় একটি ক্লাসরুমের দখল নিয়ে গতকাল গোলযোগ শুরু হয়। পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী সকাল নয়টায় সেখানে অর্থনীতি বিভাগের ক্লাস হওয়ার কথা। যথারীতি ছাত্র–ছাত্রীরা নয়টার আগে থেকে ক্লাসরুমে এসে বসে। অর্থনীতি বিভাগের ক্লাস ছিল প্রফেসর মাহবুবুল আলমের সঙ্গে। তিনি ক্লাস শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে ফাইন্যান্স বিভাগের ৪০/৫০ জন ছাত্র তার ক্লাসে ঢুকে পড়ে। ফাইনান্স বিভাগরে ছাত্ররা জানায় তাদের সেখানে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। প্রফেসর মাহবুবুল আলম এসময় দরজার কাছে এসে ফাইন্যান্স বিভাগের খন্ডকালীন শিক্ষক আজিজুল হকের (ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা) সঙ্গে কথা বলেন। প্রফেসর মাহবুবুল আলম জানতে চান, পরীক্ষার জন্য কক্ষটি ব্যবহারের অনুমতি তাদের আছে কিনা। জনাব আজিজুল হক জানান যে এ ধরনের কোন অনুমতি তাদের নেই। ফাইন্যান্স বিভাগের ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে জনাব আজিজুল হক এরপর ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

প্রফেসর মাহবুবুল আলম ক্লাস শুরু করার পাঁচ মিনিট পরে ফাইন্যান্স বিভাগের ছাত্ররা আবার ফিরে আসে। তারা দরজায় লাথি মারে এবং ক্লাস রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করতে থাকে। অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন ছাত্র এসময় উত্তেজিত হয়ে ক্লাসের বাইরে এসে ফাইন্যান্স বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। অর্থনীতি বিভাগের ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত আর হয়নি। জনাব আজিজুল হকও ফাইন্যান্স বিভাগের ছাত্রদের পরীক্ষা না নিয়ে চলে আসেন। সকাল দশটায় লাঠিসোটা, রড, গাছের ডাল ইত্যাদি হাতে প্রায় দুইশত ছাত্র নীপা ভবন থেকে এসে কলাভবনে হামলা চালায়। ছাত্রো তিনতলায় অর্থনীতি বিভাগের সব ক্লাসরুম, শিক্ষকদের রুম, সেমিনার এবং অফিসের জানালার কাঁচ ভাংচুর করে। ক্লাসরুমের বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, ভাঙ্গা হয়। শিক্ষকরা এসময় ভয়ে বিভিন্ন কক্ষে দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করেন। অর্থনীতি বিভাগের পার্শ্ববর্তী মনোবিজ্ঞান বিভাগও ভাংচুরের শিকার হয়। ছাত্ররা নীচতলায় শিক্ষক লাউঞ্জে একটি পাটিশনও ভাংচুর করে।

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর কলাভবন থেকে কয়েকশত ছাত্র নীপা ভবনে পাল্টা হামলা চালায়। বাণিজ্য অনুষদের ডীনের অফিস, ফাইন্যান্স বিভাগের অফিস, ক্লাসরুম, শিক্ষকদের রুম ভাংচুর করা হয়। নীপা ভবনের অধিকাংশ রুমের কাঁচের জানালা ছাত্ররা ভেঙ্গে ফেলে।

বাণিজ্য অনুষদের ছাত্ররা ভাংচুরে বাঁধা দিলে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। মল এলাকায় ও লেকচার থিয়েটারের নীচে দু'দলের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়। এ সময় কারও কারও হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও দেখা গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এলোপাথাড়ি টিয়ারগ্যাস ছুঁড়তে থাকে। টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ার পুরো কলাভবন এলাকা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পুলিশ রাবার বুলেটও ছোঁড়ে। দুজন ছাত্র বুলেটবিদ্ধ হয়। এরা হচ্ছে মোশররফ ও বিধান। শাহীন নামে আরেকজন পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়। তিনজনকেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার পর কলা ভবন এবং নীপা ভবনের অধিকাংশ বিভাগে কোন ক্লাস হয়নি।

ঘটনার প্রতিবাদে অর্থনীতি বিভাগ এবং ফাইন্যান্স বিভাগের ছাত্ররা পৃথক পৃথকভাবে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

তদন্ত কমিটি গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ঘটনা তদন্তের জন্য চার সদস্যের এক তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

সোমবার বিকালে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সভায় অর্থনীতি বিভাগ ও বানিজ্য অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ডীন এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দোষীদের শাস্তি দেয়া হবে। পরিবেশের যাতে আর অবনতি না ঘটে সেজন্যে আজ থেকে আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলা ও বাণিজ্য ভবন এলাকায় কোন সভা–সমাবেশ–মিছিল না করার জন্য সভায় ছাত্র–ছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।